16 OCT 2016

নারায়ণগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা

স্কুল আছে, ঘাটতি শিক্ষকের

রাজধানী ঢাকার কাছের জেলা নারায়ণগঞ্জ। এ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪২৫টি। প্রায় ৩১ লাখ লোক অধ্যুষিত এ জেলায় এ সংখ্যা পর্যাপ্ত বলেই ধরে নেওয়া যায়। শহর ও গ্রাম সর্বত্রই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বিদ্যালয়। বহু বছর ধরেই এ শিক্ষা অবৈতনিক। সরকার থেকে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও যায় সরকারি ভাণ্ডার থেকে। শিক্ষার্থীরা পায় বিনামূল্যে বই। বলা যায়, শিক্ষার প্রসারের জন্য রয়েছে আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু গলদ যে গোড়ায় এবং তা গুরুতর। শনিবার সমকালে 'নারায়ণগঞ্জ : ১৪৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৪২৫টি বিদ্যালয়ের ১৪৮টিতেই নেই প্রধান শিক্ষক। সহকারী শিক্ষকেরও ৭৭টি পদ শূন্য। তাহলে পাঠদান হচ্ছে কীভাবে? কোনো কোনো বিদ্যালয়ে দুই থেকে তিনজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করা হয়। অথচ শিক্ষক প্রয়োজন পাঁচ থেকে ছয়জন। যে শিক্ষকরা রয়েছেন তাদেরও শিক্ষাদানের বাইরে অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সমাধান যে নেই তার হাতে। সাধারণত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। তাদের একটি অংশ মাদ্রাসাগুলোতেও শিক্ষা নেয়। শহর ও গ্রাম সর্বত্রই ধনবান ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়। তারা বাড়িতেও শিক্ষক রেখে পড়াতে পারে। কোচিং সেন্টারেও যেতে পারে। সমস্যায় পড়ে দরিদ্ররা। শিক্ষার মান নিয়ে বাংলাদেশে হতাশা-ক্ষোভ প্রচুর। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ ৫ পাচ্ছে। অথচ দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তাদের অনেকে এমনকি কৃতকার্যও হতে পারছে না। তাহলে কীভাবে তারা স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারছে? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয় পঞ্চম শ্রেণিতে। তখন পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাতে দেখা যায় পাসের হার শতভাগের কাছাকাছি। জিপিএ ৫ পাচ্ছে এদের অনেকে। নারায়ণগঞ্জও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক না থাকার পরও ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে শিখছে?